গাংনীতে কিশোরী সংঘের সদস্যদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মস্থান সহায়তা প্রকল্প-২ এর আওতায় স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের নিয়ে দিনব্যাপি এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার এম,এইচ,এ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কিশোরী সংঘের সদস্যদের নিয়ে বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার শাহ আলম। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আদিলা আজহার আরশি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারি প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি) আব্দুর রকিব।

এসময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারি পল্লী উন্নয়ন অফিসার সাব্বির আহম্মেদ,এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মফিজুর রহমান ও মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি সাহাজুল সাজু প্রমুখ।

গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে গাংনীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

‘বছরে ইঁদুর খাচ্ছে শস্য লক্ষ লক্ষ টন, খাদ্যে ঘাটতি রুখতে দরকার ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ ’এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ইঁদুর পানিতে চুবিয়ে নিধন অভিযানের উদ্বোধনী শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসার খোন্দকার সহিদুর রহমান, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার রাসেল রানা প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব আলম, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।
এ অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শাহীন রেজা জুয়েলসহ কয়েকজন কৃষক ।

ইঁদুর নিধন নিয়ে বক্তারা বলেন, ইঁদুর আমাদের জাতীয় শত্রু। ইঁদুর প্রতি বছর চাষীদের উৎপাদিত ফসলের অনেকখানি ফসল নষ্ট করে দেয়।পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এক সময় সাপ, পেঁচা, ঈগল পাখী, শকুন, চিল ইত্যাদি পাখী ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেসব প্রাণী বিলুপ্ত প্রায়্। তাই আমাদের সমন্বিত ভাবে ইঁদুর নিধন করতে হবে।

ইঁদুর এর ভয়াবহতাসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন। বিভিন্ন ভাবে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন তিনি। গ্যাস টোপ, নানা রকম ফাঁদ পেতে, গর্তে পানি ঢেলে ইঁদুর নিধন করার কৌশল তুলে ধরেন লাভলী খাতুন।‘জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে ইঁদুর নিধনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন’ শ্লোগানকে নিয়ে ইঁদুর নিধন অভিযান -২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী,উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ শতাধীক কৃষক অংশ নেয়।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন লিংকন সভাপতি, পাভেল সম্পাদক

আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের দ্বি বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার (৬ নভেম্বর) বার্ষিক নির্বাচনে এম এ লিংকন সভাপতি ও এমএন পাভেল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে এমএ লিংকন পেয়েছেন ৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী কানন পান ৬ ভোট ও অপর প্রার্থী হারুন অর রশিদ রবি পেয়েছেন মাত্র ১ ভোট, সাধারণ সম্পাদক পদে ৯ ভোট পেয়ে এমএন পাভেল নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লিটন মাহমুদ পান ৬ ভোট।

নির্বাচনে অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাসসের মেহেরপুর প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, চ্যানেল নাইনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু নাসের চৌধুরী, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ, মাজেদুল হক মানিক।

নির্বাচনে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনের দায়ীত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ত্ব সিরাজুল ইসলাম। এছাড়া নির্বাচন কমিশন ছিলেন আবুল কাশেম অনুরাগী ও বদরুজ্জামান লাল্টু।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট

শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শামিম রেজা ওরফে শামিমকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল রবিবার অতিগোপনে মেহেরপুরের একটি আদালতে শামিম রেজা আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মোখলেসুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তাকে ৬ সপ্তাহের জন্য পুলিশি হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেন বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলমের বেঞ্চ। একই সঙ্গে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে নিম্ম আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।
এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।
গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট

অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।
“অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই

চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।
তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে পুলিশ বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শামিম রেজাও পুলিশের মামলার অন্যতম আসামি। তাকে দিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বর্তমানে কারান্তরিণ রয়েছেন।

তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদের লিংঙ্ক নিচে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ দুই যুবক আটক

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন ময়ামারি সড়কে অভিযান চালিয়ে ২ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

রবিবার বিকালে ডিবির এসআই জুম্মান খানের নেতৃত্বে ডিবির একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মেহেরপুর যাদবপুর মোড়ের মৃত জমির উদ্দিনের ছেলে শাহানুর হোসেন ওরফে স্বাধীন (২৮) ও মাগুড়া শহরের বাঁশকোঠা এলাকার হারুন শেখের ছেলে শিমুল শেখ(২৭) কে আটক করে। এবং তাদের কাছে থেকে বাজাজ পালসার ব্র্যাণ্ডের মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই জম্মান খানের নেতৃত্ব পুলিশের একটি দল ময়ামারি সড়কে অবস্থান নেয়। এসময় স্বাধীন ও শিমুলকে মোটরসাইকেলযোগে আসতে দেখে । এসময় তাদের চ্যালেঞ্জ করে তল্লাশি চালাতে গেলে তারা মোটরসাইকেল ফেল পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাদের আটক করে তাদের কাছে থেকে ২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে তারা স্বীকারোক্তীতে জানায়, ময়ামার সড়কের টপির কাছে থেকে মাঝে মধ্যে তারা ফেন্সিডিল কিনে সেবন করে থাকে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের সমন্বয়ে কিট প্যারেড রবিবার সকালে পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯ টার সময় এ কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কিট প্যারেডে অভিবাদন গ্রহন করেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম ।

কিট প্যারেডে পুলিশ সুপার জেলা পুলিশের সকল অফিসার ও ফোর্সদের নামে সরকারি ইস্যুকৃত ইউনিফর্ম, বেল্ট, হ্যান্ড কাপ, সুজ, অস্ত্র ও গুলিসহ আনুষাঙ্গিক জিনিস পত্র পরিদর্শন করেন। পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ফিটনেসও পর্যবেহ্মণ করেন।

পুলিশ সুপার বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ একটি সু-শৃঙ্খল বাহিনী। এই বাহিনীর পোশাকেও তার বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। তিনি ফোর্সদের পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে জনগনের আস্থা অর্জন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

কিটস প্যারেডে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোঃ জামিরুল ইসলাম সহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযান

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে মেয়াদবিহীন, মানসম্পন্ন নয়,খাবারের সাথে বিভিন্ন খেলনা, নমুনা টাকার বান্ডেল সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী জব্দ করে জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে ।

রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে সেনেটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।

কুলবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গাংনী উপজেলার গাড়াবড়ীয়া গ্রামের মহিরল এসব পণ্য বিক্রি করছিলেন।
নিরাপদ খাদ আইন ২০১৩ অনুযায়ী এগুলো জব্দ করে জব্দ করে জনসম্মুখে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

কোটচাঁদপুরে সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে নির্যাতনের অভিযোগে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য কর্তৃক সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা হয়েছে।

গত ১ নভেম্বর কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারী গ্রামের হালদার পাড়ার মদনের স্ত্রী যশোধা রানী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত বাদীর অভিযোগ আমলে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসিকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে বলা হয় গত ৩১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে বলুহর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড সদস্য সাহাবুল ইসলামের নেতৃত্বে ৪/৫ জন লোক জোটবদ্ধ হয়ে জোর পূর্বক বসত বাড়িতে ঢুকে বাদির স্বামী সাধন কুমার ও তার একমাত্র ছেলে পলাশ কুমারকে মারপিট করে। এ সময় ইউপি সদস্য সাহাবুল তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে যশোদা রানীকে জখম করে। হামলাকারীরা বাদীর পরনের কাপড়-চোপড় টেনে হেছড়ে বে-আবরু করে। সে সময় আসামীরা বাদীর গলায় থাকা ১০ আনা ওজনের সোনার চেইন, ঘরে থাকা ১ জোড়া বালা, ১ জোড়া কানের দুল ও ১টি আংটি নিয়ে যায়।

মামলায় অভিযুক্ত ২নং আসামী বাবুল ঘরের বাক্সে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা বের করে নেয়। এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর যশোদা রানী ইউপি সদস্য সাহাবুলের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার চেয়ে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে যশোদা রানীর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, ৩১ অক্টোবর সকালে আমার বিবাহিত মেয়ে পিংকি রানীকে ইউপি সদস্য সাহাবুল মারপিট করে। তাছাড়া এ ইউপি সদস্য দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমাকে, আমার স্বামী ও ছেলেকে মারধর করে।

এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর রাতের কোন এক সময় সাহাবুল মেম্বারের লোকজন আমার ছেলে পলাশের আলমসাধুর ইঞ্জিনের মবিল চেম্বারে বালি দিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আলমসাধু চালু করে কিছুদুর যাওয়ার পর বিকট শব্দ বিস্ফোরণ হয়।

যশোদা রানী বলেন এনজিও থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এ আলমসাধুটি কেনা হয়েছে। এটি বিকল হওয়ার কারণে এনজিও’র কিস্তির টাকা যোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ইউপি সদস্য সাহাবুলের সাথে কথা হলে তিনি বলেন আমি যশোদা রানীকে মারধর কিংবা শ্লীলতাহানি করিনি। তবে যশোদার সহযোগী শফিকুল দালালকে মারধর করেছি। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

কোটচাঁদপুরে নগর সমন্বয় কমিটির সভা

রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পৌর ভবনে নগর সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায়

স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী প্রকৌশলী মামুনুর রশিদ। বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ, মাহবুবুল আলম হানিফ, প্যানেল মেয়র-২ জাহিদ হোসেন, প্যানেল মেয়র-১ সোহেল আরমান। নগর সমন্বয় কমিটির সদস্য সাংবাদিক কামাল হাওলাদার, ঊষা সমাজ কল্যাণ সংস্থা নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হান্নান, প্রধান শিক্ষক শাহানা আফরোজ ডলি প্রমুখ।

এ সভায় শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পের অর্থায়ন করছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কীট প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সকাল সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে কীট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন,, চুয়াডাঙ্গা অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামী গ্রহণ শেষে পুলিশ সদস্যদের কীট সামগ্রী পরিদর্শন করেন। এ সময় পুলিশ সুপার অফিসার-ফোর্সের শারীরিক ফিটনেস ও টার্নআউট এবং কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রাপ্যতার প্রাধিকার ভিত্তিতে বিভাগীয় পোষাক ভান্ডার হতে মালামাল সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট ইনচার্জকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মালামাল সংক্রান্ত কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) সরকারী নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সালামী গ্রহণ, কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার মহোদয় অফিসার ফোর্সদের উদ্দেশ্যে শৃংখলা,

ড্রেসরুলস্ মেনে পুর্ণাঙ্গ পোষাক পরিধান করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং জনসাধারণের সাথে উত্তম ব্যবহারসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত কীট প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, পুলিশ লাইন্সের আরআই মোঃ আমিনুল ইসলাম সহ জেলার সকল ইউনিটের অফিসার-ফোর্সগণ উক্ত জেলা পুলিশের কীট প্যারেড অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।